হাদিস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কতিপয় পরিভাষা

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদিসসমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে মুখস্ত করে রাখতেন। আবার অনেকে মহানবি (সা) এর অনুমতি সাপেক্ষে কিছু কিছু হাদিস লিখে রাখতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় স্মৃতিপটে মুখস্ত করে রাখার সাথে সাথে কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ ছিল। যেমন- হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) প্রমুখ সাহাবিগণ কিছু কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন "আবদুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত আর কোন সাহাবি আমার অপেক্ষা অধিক হাদিস জানতেন না। কারন, তিনি হাদিস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।"

হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সাহাবি ও তাবেয়িগণ প্রয়োজন অনুসারে কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। অতপর উমাইয়া খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) ১০০ হিজরীতে হাদিস সংগ্রহের জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর বিন হাজমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও আলেমগণের কাছে একটি ফরমান জারি করেন যে, "আপনারা মহানবি (সা) এর হাদিসসমূহ সংগ্রহ করুন। কিন্তু সাবধান! মহানবি (সা) এর হাদিস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনার নিজ নিজ এলাকায় মজলিস প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকুন। কেননা, জ্ঞান গোপন থাকলে তা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

এই আদেশ জারির পর মক্কা, মদিনা, সিরিয়া. ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলে হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়। কথিত আছে যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ) সর্বপ্রথম হাদিস সংগ্রহ এবং সংকলনে হাত দেন। কিন্তু তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থের বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপর ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহ) মক্কায়, ইমাম মালিক (রহ) মদিনায়, আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (রহ) মিসরে, আব্দুর রাজ্জাক (রহ) ইয়েমেনে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) খুরাসানে, এবং সুফিয়ান সাওরী ও হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ) বসরায় হাদিস সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগের ইমামগণ কেবল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো ও স্থানীয় হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কেউই বিষয়বস্তু হিসেবে বিন্যাশ করে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন নি।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন মনিষী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন ইমাম বুখারি (রহ) ১৯৪-২৫৬, ইমাম মুসলিম (রহ) ২০৪-২৬১, ইমাম আবূ দাউদ (রহ) ২০২-২৭৫, ইমাম তিরমিজী (রহ) ২০৯-২৭৯, ইমাম নাসাঈ (রহ) ২১৫-৩০৩, এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ) ২০৯-২৭২। এদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থগুলো হলো সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, জামে তিরমিযী, সূনানে নাসাঈ এবং সূনানে ইবনে মাজাহ্। এই ছ'টি হাদিসগ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়।

এরকম কষ্টিপাথরে যাচাই করার পর স্বভাবতই হাজার হাজার বর্ণনাকারীর লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে চূড়ান্তভাবে মাত্র কয়েক হাজার হাদিস বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) প্রায় দশ লক্ষ হাদিসের মধ্য থেকে ত্রিশ হাজার হাদিস বাছাই করে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম বুখারি (রহ) ছয় লক্ষাধিক হাদিস থেকে আঠারো শতাধিক সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে ২৬০২টি হাদিস চূড়ান্তভাবে বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ সহিহ্ বুখারি শরিফ প্রণয়ন করেন। (একই হাদিসের পৃথক সকল সনদকে আলাদা হিসাব করলে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় চার হাজারে দাঁড়ায়)। বিশুদ্ধ মুসলিম শরিফ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থও অনুরূপভাবে প্রণীত হয়। তবে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বুখারি, মুসলিম ও মালিক (রহ) এর মু'আত্তা সর্বপ্রথম সংকলন।

হাদিস বর্ণনাকারী মোট 'রাবীর' সংখ্যা ৮০ হাজার ৫ শত, তন্মধ্যে মাত্র চার হাজার চারশত জন নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হন। আর ইমাম বুখারির মতে নির্ভরযোগ্য রাবীর সংখ্যা তিন হাজার আট শতের মত।

উপমহাদেশে হাদিস চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খ্রি.) থেকেই হাদিস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চা ব্যাপক হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু

তাওয়ামা (রহ) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদিস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। তিনিই এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম হাদিসের সনদ নিয়ে আসেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসেবে এখানে অসংখ্য হাদিসবেত্তা সমাবেত হন এবং ইলমে হাদিসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইলমে হাদিসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবি : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবি বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবির নিকট হাদিস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যাক্তি হাদিস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ : হাদিসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খাইন : সাহাবিগণের মধ্যে আবূ বকর ও উমরা (রা)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (রহ)- কে শায়খাইন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয় ।

হুজ্জাত : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলা হয়।

হাকিম : যিনি সব হাদিস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল : হাদিসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাঁকে আসমাউর-রিজাল বলা হয়।

রিওয়ায়ত : হাদিস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদিসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন- এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদিস) আছে।

সনদ : হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাঁকে সনদ বলা হয়। এতে হাদিসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদিসের মূল কথা ও তাঁর শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মারফূ : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাঁকে মারুফূ হাদিস বলে।

মাওকূফ : যে হাদিসের বর্ণনা-সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাঁকে মাওকূফ হাদিস বলে। এর অপর না আসার।

মাকতূ : যে হাদিসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাঁকে মাকতূ হাদিস বলা হয়।

তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদিসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়।

মুদাল্লাস : যে হাদিসের রাবী নিজেই প্রকৃত শায়খের (উসতাদের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে হাদিস বর্ণনা করেছেন সে হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং এইরূপ করাকে 'তাদলিস' বলা হয়।

মুত্তাসিল : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাঁকে মুত্তাসিল হাদিস বলে।

মুনকাতি : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাঁকে মুনকাতি হাদিস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা বলা হয়।

মুরসাল : যে হাদিসের সনদের এই ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবীঈ সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদিস বলা হয়।

মু'আল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবির পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাঁকে মু'আল্লাক হাদিস বলা হয়।

মা'রুফ ও মুনকারহ

কোন কোন রাবীর বর্ণিত হাদিস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদিসের বিপরীতমূখী হলে তাঁকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদিসকে মা'রুফ বলা হয়।

হাসান : যে হাদিসের কোন রাবীর যাবতীয় গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকাহবিদগণ সাধারনত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঈফ : যে হাদিসের রাবী কোন হাসান হাদিসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাঁকে যঈফ হাদিস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদিসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নবি করীম (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নন।

মাওযূ : যে হাদিসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর বর্ণিত হাদিসকে মাওযূ হাদিস বলে। এরূপ ব্যাক্তির বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদিসের রাবী হাদিসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাঁর বর্ণিত হাদিসকে মাতরুক হাদিস বলা হয়। এরূপ ব্যাক্তির বর্ণিত হাদিসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদিসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তাঁর দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদিসকে মুবহাম হাদিস বলে। এই ব্যাক্তি সাহাবি না হলে তাঁর হাদিসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির

যে সহিহ হাদিস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাঁদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাঁকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে। এ ধরনের হাদিস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ

প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়।

এই হাদিস তিন প্রকার

মাশহূরহ : যে সহিহ হাদিস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাঁকে মাশহূর হাদিস বলা হয়।

আযীয : যে সহিহ হাদিস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাঁকে আযীয বলা হয়।

গরীব : যে সহিহ হাদিস কোন যুগে মাত্র একজনও রাবী বর্ণনা করেছেন তাঁকে গরীব হাদিস বলা হয়।

হাদিসে কুদসী

যে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন কথা উল্লেখ আছে তাকে হাদিসে কুদসী বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি

যে হাদিস একই সাহাবি থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম (রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাঁকে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস বলে।

আদালত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে আদালত বলে।

যাবত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাঁকে যাবত বলা হয়।

সিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাঁকে সিকাহ সাবিত বা সাবাত বলা হয়।

হাদিস গ্রন্থসমূহের শ্রেণিবিভাগ

১. **আল-জামি :** যে সব হাদিসগ্রন্থে ক. আকীদা-বিশ্বাস খ. আহকাম গ. আখলাক-আদব ঘ. কুরআনের তাফসীর ঙ. সীরাত ও ইতিহাস চ. ফিতনা ও আলামতে কিয়ামত ছ. রিকাক অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি জ. মানাকিব অর্থাৎ ফযিলত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদিস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাঁকে আল-জামি বলা হয়। সাহীহ বুখারি ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত।

২. **আস-সুনান :** যেসব হাদিসগ্রন্থে কেবল মাত্র শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যাবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদিস একত্রিত করা হয় এবং ফিকহ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সজ্জিত হয় তাঁকে সুনান বলে। যেমন- আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী ।

৩. **আল-মুসনাদ :** সাহাবিদের নামের ধারাবাহিকতায় সংকলিত হাদিসকে মুসনাদ বলে যেমন- হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদিস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হলে। ইমাম আহমদ (রহ)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবূ দাউদ তা'য়ালিসী (রহ) ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

৪. **আল-মু'জাম :** যে হাদিসগ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিসসমুহের পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাঁকে আল-মু'জাম বলে। যেমন- ইমাম তাবারানী (রহ) সংকলিত আল- মু'জামুল কবীর।

৫. **আল-মুসতাদরাক :** যেসব হাদিস বিশেষ কোন হাদিসগ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সে সব হাদিস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাঁকে আল-মুসতাদরাক বলা হয়। যেমন- ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ)-এর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. **রিসালা :** যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের অথবা এক রাবীর হাদিসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাঁকে রিসালা বা জুয বলা হয়।

৭. **সিহাহ সিত্তাহ :** বুখারি, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়।

৮. **সাহীহায়ন :** সহিহ বুখারি ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন বলা হয়।

৯. **সুনানে আরবা'আ :** সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ বলা হয়

সংকলনে
মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল
কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন